দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 OCT 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

পাঁচটি উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাহত।। ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

পাটগ্রাম, ১৮ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা-উপকরণের অভাব, বই-পুস্তক, কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব, সকল বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং সর্বোপরি অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরির দরুন লালমনিরহাট জেলার ৫টি উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে দীর্ঘদিন হাত দেয়া হয়নি। ফলে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা বেড়েই চলেছে।

প্রায় সাড়ে ৭ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত লালমনিরহাট জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫২টি এর মধ্যে ২টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ মাত্র ৩টি স্কুল সরকারী। জেলায় নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩টি এবং নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক মাদ্রাসার সংখ্যা ৬১টি। অধিকাংশ উচ্চ বিদ্যালয় এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা বর্তমানে শোচনীয়। এর মধ্যে স্বল্পসংখ্যক বিদ্যালয় ভবন পাকা এবং বাদবাকী অধিকাংশ বিদ্যালয় ভবন কাঁচা এবং দীর্ঘকাল প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে এগুলোর অধিকাংশই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বেড়া নেই, এমনকি ছাউনিও নেই। অনেক বিদ্যালয়ের বেড়া ভাঙ্গা, ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অনেক সময়ই খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে দেখা যায়। গত কয়েক বছরে কাল বৈশাখীর ঝড়ে জেলার বেশ কটি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এ সকল ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার আজ পর্যন্ত হয় নি। এমন ক'টি বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে বর্ষা মৌসুমে আকাশে মেঘ দেখলে ছুটি দেয়া হয়। অধিকাংশ বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় টেবিল, চেয়ার বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ডের অভাব রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে কিংবা গাদাগাদি করে বসে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রায় সকল বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে পড়ালেখা ব্যাহত হচ্ছে। সরকার প্রতি বছর যে অর্থ মঞ্জুরি দিয়ে থাকেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই কোন বিজ্ঞানাগার নেই। যে গুলোতে বিজ্ঞানাগার আছে তারও সরঞ্জামের অভাব প্রকট।

দু'একটি হাতেগোনা বিদ্যালয় বাদে সকল বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খেলার সরঞ্জাম নেই। প্রায় বিদ্যালয়েই ক্রীড়া শিক্ষক নেই। প্রায় শিক্ষায়তনেই খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। যে সব নলকূপ রয়েছে সেগুলোও অধিকাংশ সময় বিকল থাকে। পায়খানা প্রস্রাবখানার সুব্যবস্থা নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।